জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদের ২য় সভার জন্য আলোচ্য বিষয়
১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৭

আলোচ্যসূচী ঃ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কৌশলগত পরিকল্পনা (২০১৭-২০২১)

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদের ০৬-০৯-২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ-

"বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভোক্তা, উৎপাদক এবং খাদ্য ব্যবসায়ীগণের প্রত্যাশা ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার সামর্থ্য বিবেচনায় এনে সংশ্লিষ্ট সকলের সথে পরামর্শক্রমে একটি কৌশলগত পরিকল্পনা এবং রোড-ম্যাপ প্রণয়ন করতে হবে ।"

জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে পরামর্শক্রমে একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় ।

কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের ভিত্তি হিসাবেঃ-

- সরকারের রূপকল্প ২০২১;
- বাংলাদেশ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা;
- খাদ্য নীতিমালা, ২০০৬; এবং
- নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ তে উল্লেখিত নির্দেশনা ও অনুশাসন সমূহ বিবেচনা করা হয়েছে । এ সকল অনুশাসনে বৃহৎ পরিসরে খাদ্য নিরাপত্তা প্রসঙ্গ থাকলেও পুষ্টি ও নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে । নিরাপদ খাদ্যের প্রসঙ্গ এলে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম এর অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায় । নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে আধুনিক নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলন করতে হবে । এ ব্যবস্থাপনায় 'অফিসিয়াল ফুড কন্ট্রোল প্ল্যান' এর পাশাপাশি বাংলাদেশে বিরাজমান আর্থ-সামাজিক পরিবেশ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে । জনগণের খাদ্যাভ্যাস সংস্কৃতি, অপ্রতিষ্ঠানিক খাদ্য-ব্যবসার আধিক্য এবং খাদ্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার ভূমিকা ও সামর্থ্য বিবেচনা করা হয়েছে । বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্যবৃন্দ এবং "ইন্সটিটিউশনালাইজেশন অব ফুড সেইফটি ইন বাংলাদেশ ফর সেইফার ফুড" এর দেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ প্রাথমিক খসড়াটি প্রণয়ন করেন । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন এবং অপরাপর কয়েকটি দেশের অনুরূপ দলিল বিবেচনায় আনা হয়েছে ।

প্রাথমিক খসড়াটি গত ৩০ মে ২০১৬ তারিখে অংশীজনের সাথে পরামর্শ করা হয় এবং লিখিতভাবে স্ব স্ব সংস্থার মতামত প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয় । গত ২ জুন এবং ৯ জুন ২০১৬ তারিখে কৌশলগত পরিকল্পনাটি যথাক্রমে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সকল সদস্য/প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করা হয় । পাশাপাশি গত ২৭ জুন ২০১৬ তারিখে ৪৫ দিনের সময় দিয়ে মতামত আহ্বান করে কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে দেয়া হয় । প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশিত করে চুড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে । চুড়ান্ত খসড়াটি ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির প্রথম সভায় উপস্থাপন করা হয় । সভায় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয় এবং মত প্রকাশ করা হয় যে খাদ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত সংস্থাসমূহ অধিক উৎপাদনের উপর বেশী গুরুত্ব প্রদান করেছে । খাদ্যের নিরাপদ মান নিশ্চিত করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ । এজন্য খাদ্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহের জনবল ও কারিগরী সামর্থ্য বৃদ্ধি আবশ্যক এবং কৌশলগত পরিকল্পনায় সে ব্যবস্থা রাখা সমীচীন হবে । এ মতামতকে সকল সদস্যগণ স্বাগত জানান এবং এ ব্যবস্থা রেখে উপস্থাপিত কৌশলগত পরিকল্পনাটিতে সম্মতি প্রদান

করেন । এ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে "বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১৭-২০২১" গৃহীত হয় ।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১৭-২০২১ সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলোঃ

রূপকল্পঃ
জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য ।

অভিলক্ষ্যঃ
নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা, খাদ্যশিল্প ও খাদ্য ব্যবসায়ী এবং সুশীল সমাজকে নিয়ে যথাযথ বিজ্ঞানসম্মত বিধি-বিধান তৈরী, নিরাপদ খাদ্য-উৎপাদন-শৃঙ্খল পরিবীক্ষণ এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে ভোক্তার জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা ।

নীতি ও মূল্যবোধ

কর্তৃপক্ষ যে সকল নীতি ও মূল্যবোধ লালন করে-

- নিরাপদ খাদ্য প্রসঙ্গে ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণ প্রথম ও সর্বাগ্রে
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে বৈজ্ঞানিক পরামর্শের সর্বোত্তম ব্যবহার
- স্বাধীন, উম্মুক্ত ও স্বচ্ছভাবে কার্যক্রম সম্পাদন
- নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত আইনকানুনের ফলপ্রসূ ও যথাযথ প্রয়োগ
- সকল সংস্থার সাথে আলোচনা এবং অংশীদারির মাধ্যমে কার্য সম্পাদন
- জবাবদিহিতা এবং সকল কৃতকর্মের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ
- কার্যকর ও প্রগতিশীল নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন

কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

কৌশলগত লক্ষ্য ১ ঃ নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে ষ্টেট-অব-দ্যা-আর্ট এবং জাতীয় পর্যায়ে একটি উপযুক্ত ও কার্যকর কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা ।

কৌশলগত লক্ষ্য ২ ঃ খাদ্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সকল নীতিমালা, আইন-কানুন এবং খাদ্য ও খাদ্যোপকরণের নিরাপদ মান জোরদার করা এবং পাশাপাশি সকল নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষিত এবং দক্ষতার সংগে নিজেদের দায়িত্ব পালন করার বিষয়টি নিশ্চিত করা ।

কৌশলগত লক্ষ্য ৩ ঃ খাদ্য নিয়ন্ত্রণের সংগে জড়িত সকল সরকারী সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফলপ্রসূ ও ধারাবাহিকভাবে খাদ্য আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং এতদসংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ।

কৌশলগত লক্ষ্য ৪ ঃ নিরাপদ খাদ্য নীতিমালা প্রণয়ন, বিধি-বিধান প্রণয়ন, কার্যকর এবং প্রয়োগ করতে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির অনুশীলন করে যথাযথ ও নিরপেক্ষ পরামর্শ দেওয়ার জন্য জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞানভিত্তিক উপদেশ প্রদান সংক্রান্ত পদ্ধতিগত ব্যবস্থা প্রবর্তন বা কাঠামো গঠন ।

কৌশলগত লক্ষ্য ৫ ঃ খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কার্যাবলী সমর্থনে খাদ্য পরীক্ষাগারের পর্যাপ্ত সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং জাতীয় খাদ্য পরীক্ষাগার নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা । পাশাপাশি খাদ্যবাহিত রোগ এবং পশুরোগ সৃষ্টি ও বিস্তারের (ডিফিউশন এবং ট্রান্সমিশন) উপর নজরদারি ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ।

কৌশলগত লক্ষ্য ৬ ঃ সর্বোচ্চমানে নিরাপদ খাদ্য কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনের লক্ষ্যে উৎসাহ যোগাতে সকল অংশীজন বিশেষতঃ খাদ্যশিল্পের সাথে, প্রতিনিয়ত যোগাযোগ ও সম্পৃক্ত থাকা এবং নিরাপদ খাদ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা ।

প্রতিটি কৌশলগত লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার জন্য কি কি কর্মকান্ড পরিচালনা করা প্রয়োজন এবং কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে কিভাবে তা মূল্যায়ন হবে তার নির্দেশক ছক আকারে কৌশলগত পরিকল্পনায় দেখানো হয়েছে ।

অফিসিয়াল ফুড কন্ট্রোল এজেন্সিজ

বিদ্যমান আইনসমূহ এবং সরকারী সংস্থাসমূহের কার্যবন্টন তালিকা পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান খাদ্য উৎপাদন শৃঙ্খলে বিভিন্নভাবে খাদ্য নিরাপদ রাখার যে দায়িত্বপ্রাপ্ত তার একটি প্রাথমিক ধারণা নিচে প্রদান করা হলোঃ

ক্রমিক	খাদ্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহের নাম	সংক্ষিপ্ত দায়িত্বাবলী
১।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান)	জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সার্বিক পরিবীক্ষণ, খাদ্য ব্যবসাস্থলের স্যানিটারি অবস্থার সনদ প্রদান এবং সার্বিকভাবে খাদ্য সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকি নিরসনের দায়িত্ব পালন। খাদ্যভেজাল প্রতিরোধকল্পে ভ্রাম্যমান আদালত বা আইনশৃঙ্খলা সংস্থাকে সহযোগিতা প্রদান।
২।	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (১১ টি সিটি করপোরেশন এবং ৩২৩ টি পৌরসভা)	স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে খাদ্যব্যবসা পরিচালনায় লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন ও লাইসেন্সের শর্ত প্রতিপালন পরিবীক্ষণ ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।

ক্রমিক	খাদ্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহের নাম	সংক্ষিপ্ত দায়িত্বাবলী
৩।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	প্রাথমিক পর্যায়ের খাদ্য ও উপকরণ উৎপাদন ও সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম- শস্যভিত্তিক খাদ্য
৪।	মৎস্য অধিদপ্তর	প্রাথমিক পর্যায়ের খাদ্য ও উপকরণ উৎপাদন ও সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম - মৎস্যভিত্তিক খাদ্য
৫।	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	প্রাথমিক পর্যায়ের খাদ্য ও উপকরণ উৎপাদন ও সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম- প্রাণীজ খাদ্য
৬।	কৃষিপণ্য বিপণন অধিদপ্তর	বাজারজাতকৃত খাদ্য ও উপকরণের নিরাপদ বিপণন ও বাজার তদারকি কার্যক্রম।
৭।	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ও টেস্টিং ইন্সটিটিউট	মোড়কজাতকৃত ও শিল্পকারখানায় উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যর গঠনগত (compositional) মান নির্ধারণ ও বাজার মনিটরিং। বোতলজাত ও জারকৃত পানি উৎপাদন লাইসেন্স প্রদান ও নিরাপদ নিশ্চিতকরণ।
৮।	ঢাকা ওয়াসা	স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং বোতলজাত ও জারকৃত পানি উৎপাদন।
৯।	চট্টগ্রাম ওয়াসা	স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং বোতলজাত ও জারকৃত পানি উৎপাদন।
১০।	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণ ও লাগসই পদ্ধতির উন্নয়নসহ পয়ঃ ও পানি নিষ্কাশন তদারকি।
১১।	খাদ্য অধিদপ্তর	সরকারী গুদামে রক্ষিত খাদ্য ও এর সরবরাহকারীর উৎপাদন স্থলে খাদ্য-শস্য নিরাপদ সংরক্ষণ, পরিবহণ ও বিতরণ এবং মান সংরক্ষণ।
১২।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	আন্তঃসংস্থা পরামর্শকরণের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি আদেশ বাস্তবায়নকল্পে আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্যোপকরণের নিরাপদ মান নিশ্চিত করা।

১৩।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	বন্দরে ছাড়করণের পূর্বে আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্যোপকরণ নিরাপদ মান নিশ্চিত করা।
১৪।	জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর	খাদ্যসহ অন্যান্য সকল পণ্যের ভেজাল প্রতিহত করা, ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ করা।
১৫।	বাংলাদেশ এক্রেডিশন বোর্ড	খাদ্য ল্যাবরেটরি, সার্টিফিকেশন ও ইন্সপেকশন এজেন্সিকে এ্যাক্রিডিটেশন প্রদান।
১৬।	বাংলাদেশ এ্যাটমিক এনার্জি কমিশন	খাদ্য ও খাদ্যোপকরণে রেডিয়েশন পর্যবেক্ষণ ও সনদ প্রদান।
১৭।	জেলা প্রশাসন	খাদ্য ভেজাল রোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা।

এতদব্যাতিত কতিপয় সরকারী সংস্থা পরোক্ষভাবে খাদ্য ও খাদ্যোপকরণ নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতসমূহ খাদ্যে ভেজাল এবং অনিরাপদ খাদ্য প্রসঙ্গে আইনগত প্রতিকার বিধান করে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর অধীনে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে যে কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে (সরকারী বা বেসরকারী) নিরাপদ খাদ্যের অরক্ষিত (নজরবিহীন) অংশের কাজের দায়িত্ব প্রদান করবে বা নিজেই করবে।

উপসংহারঃ

আশা করা যাচ্ছে এ কৌশলগত পরিকল্পনাটির মেয়াদ কালে নিম্নে বর্ণিত কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে কৌশলগত পরিকল্পনাটি সময় সময় পরিবর্তন করা যাবে।

(১) কর্তৃপক্ষের সংগঠন তৈরী;
(২) কমিটিসমূহ কার্যকর করণ;
(৩) প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান ও নীতিমালা প্রণয়ন;
(৪) বিধি-বিধানের ভিত্তিতে গাইডলাইন প্রণয়ন;
(৫) বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত গঠন ও কার্যকর করণ;
(৬) অংশীদার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রস্তুতি;
(৭) নিরাপদ খাদ্য সচেতনতা এবং
(৮) ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন প্রচলনের ওপর তুলনামূলক অধিক দায়িত্ব।

কৌশলগত পরিকল্পনাটি জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদের সদয় অনুমোদনের জন্য পেশ করা হলো।